তুমি এক অনন্য কাব্য

মুহাম্মদ শরিফুল ইসলাম

মুদ্রণশিল্প

তুমি এক অনবদ্য কাব্য
মুহাম্মদ শরিফুল ইসলাম

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৫
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

মুদ্রণশিল্প
প্রকাশক : কাজী জোহেব
আন্দরকিল্লা, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম-৪০০০।

বানান সংশোধন : সম্পূরণ সম্পাদনা সংস্থা

প্রচ্ছদ : **জাওয়াদুল আলম**

পরিবেশক : কালধারা, খড়িমাটি, বাতিঘর।

কলকাতা পরিবেশক : **অভিযান বুক ক্যাফে**, ১/১এ,
বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলেজস্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩

ISBN : 978-984-99918-0-9

Tumi ek onuboddho kabbo by Muhammod Shariful Islam
Cover : Jawad ul Alam
Date of Publication : February 2025.

Published by Kazi Zoheb on behalf of Mudronshilpo Prokashoni
from Andarkilla, Kotwali, Chattogram-4000. Phone:
E-mail : mudronshilpo@gmail.com

Online Distributor

www.rokomari.com/mudronshilpo
fibonacci : 01981-789157
boinagar : 01300-295586
dhee : 01537-371856

সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ :
লেখক ও প্রকাশকের যৌথ অনুমতি ব্যতীত এই বই বা বইয়ের কোনো অংশবিশেষ ই-বুক অথবা অনলাইনে প্রকাশ করা যাবে না এবং কোনো যান্ত্রিক উপায় অবলম্বনে কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্ত লঙ্ঘিত হলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মুদ্রণশিল্প
mudronshilpo

উৎসর্গ

কেবল একবার বলো
আমি ভালোবাসাহীন বাঁচলে
তোমার মনের ক্ষত, পূরণ হবে কত?

কিছু কথা

কবিতা হলো দীর্ঘ পথচলা; জীবনবোধের গভীর থেকে গভীরতর উপলব্ধির চাষ। প্রকৃতির আলয়ে নিজেকে খুঁজে সত্যের কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়া। কবিতা ভাসাবে সহজ সরল শব্দ তরঙ্গে, অনুভবে ডুবসাঁতার দেওয়াবে উপমার অতল সাগরে।

কবিতা মানেই বোধনের বিশালতা, লাল-নীল জীবনের জটিল সমীকরণ। ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম রোমান্টিক কবি জন কীটস বলেছেন, ‘কবিতা মুগ্ধ করবে তার সূক্ষ্ম অপরিমেয়তায়, একটি মাত্র ঝংকারে নয়। পাঠকের মনে হবে এ যেন তারই সর্বোত্তম চিন্তা, যা ক্রমশ ভেসে উঠছে তার স্মৃতিতে।’

জন কীটস আরও বিস্তৃতভাবে কবিতা সম্পর্কে তাঁর ভাবনা প্রকাশ করেছেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, শুধু ছন্দে ও অন্ত্যমিলে কোনো কিছু লিখলেই সেটা কবিতা হবে না। কবিতা পাঠকের হৃদয়ে দাগ কাটবে এবং নিজের ভাবনাগুলো কবিতায় খুঁজে পাবে। কবি বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, ‘কবিতা বোঝার বিষয় নয়, এটাকে অনুভব করতে হয়। কারণ কবি সম্ভবত বুঝেসুঝে কবিতা লেখেন না, কেবল বিষয়কে সামনে রেখে তাকে অনুভব করেই কবিতার জন্ম হয়।’

মুহাম্মদ শরিফুল ইসলাম-এর লেখা কবিতায় এইসব অনুভব রয়েছে। তিনি শব্দের পরে শব্দ সাজিয়ে উপমায় ভালোবাসার প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির এক অনন্য চিত্রকল্প এঁকেছেন। তিনি ছন্দের সঙ্গে নিজস্ব চিন্তার এমন মিশেল ঘটিয়েছেন যে, কবিতা পড়তে পড়তে মনে হবে এ তো আমারই মনের কথা। তার কবিতায় ভালোবাসার অপেক্ষায় বিষণ্নতা যেমন এসেছে, তেমনি মা, দেশ, স্বাধীনতা, শৈশব, যাপিত জীবন ও প্রকৃতির প্রতি অসীম ভালোবাসা পরিলক্ষিত হয়। শব্দাবলির নিপুণ গাঁথুনিতে তাঁর কবিতাগুলো সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে।

তাঁর লেখা প্রতিটি পাঠকের মনন ছুঁয়ে যাক, পাশাপাশি অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের হাতিয়ার হয়ে উঠুক তাঁর কলম। নিরন্তর পথচলা হোক কবিতার ভুবনে।

মুহাম্মদ শরিফুল ইসলাম-এর কাব্যগ্রন্থ ‘তুমি এক অনবদ্য কাব্য’ প্রতিটি পাঠকের মনে অনুভবের ঝড় তুলুক ও পাঠকপ্রিয় হয়ে উঠুক। শুভকামনা ও ভালোবাসা।

নিলুফা ইয়াসমিন জয়িতা
প্রিন্সিপাল
সাউথ পাহাড়তলী আইডিয়াল স্কুল, চট্টগ্রাম।

সূচি

প্রস্থান কিংবা প্রত্যাখ্যান ০৯
ভেতরের ক্ষয় ১০
ঘর, বিনা ঘরে ১১
সীমাহীন ১২
একটি বৃষ্টি ভেজা
সকাল এবং শিউলি ফুল ১৩
কবির হলে না ১৪
তুমি এক অনবদ্য কাব্য ১৫
ঝুঁকি ১৩
ধরতে চাই শুধুই তোমার হাত ১৭
নীলাদ্রির হাসি ১৮
অজানা ২০
আমার ঠিকানায় ২১
শোকের সরণি ২২
জাগুক মনুষ্যত্ব বোধ ২৩
মরূদ্যান ২৩
প্রেমময় মালা ২৪
ভাবনার নীল আকাশ ২৫
জ্বলন্ত প্রদীপ ২৬
বিশ্বাসে বাঁচা ২৭
আমি জেগে রাই ২৮
কালের অপেক্ষমাণ ২৯
অবহেলায় বদলে নিলে ৩০
প্রাক্তন আমার ৩১
নক্ষত্র ৩১
ত্রুটি ৩২
তোমার প্রখরতা ৩২
চোখে ৩৩
শোধরানো যায় কি ৩৩
মাতাল ঘ্রাণ ৩৪
সুখের আলপনায় ৩৪
মনের খরা ৩৫
শূন্যে অন্তরিত ৩৫
যদি সে ৩৬
তোমাকে উদঘাটন-১ ৩৬
কে কবি, আমি না তুমি? ৩৭
ফের কভু দেখা হলে ৩৭
শূন্য মনের যত বাসনা ৩৮
প্রেমানুভূতি ৩৯
আমার জীবন সমগ্রতা জুড়ে ৪০
তোমাকে উদঘাটন-২ ৪০
সু-নয়নী ৪১
অনুকাব্য-১ ৪২
অনুকাব্য-২ ৪২
অনুকাব্য-৩ ৪৩
অনুকাব্য-৪ ৪৩
শিকল ৪৪
তোমার ভালো থাকা জুড়ে ৪৪
আকাশসম ৪৪
তোমার মান ৪৫
নিঃশব্দ চাষ ৪৫
অনুকাব্য-৫ ৪৬
দরিয়া ৪৬
পাকাপোক্ত ৪৬
অবুঝের মতো ৪৭
পৃথিবী বলুক ভুল ৪৭
নিরেট একটি ঘর ৪৮
কী তোমার বিষাদ ৪৯
তোমার চোখের অচেনা বই উৎসবে ৫০
তোমাকে উদঘাটন-৩ ৫১
আক্ষেপ ৫২
নীলাদ্রি, তোমার জন্যে ৫৪
তুমি স্বপ্ন দেখতে শেখো ৫৫
নীলাদ্রি'র জন্যে অপেক্ষা ৫৬
হাসির মুখোশ ৫৬
দীর্ঘশ্বাস মুক্ত রাত ৫৭
চিঠি ৫৮
জায়নামাজ ৫৯
আমার চলে যাওয়ার দিন ৬০
আম্মা, আজ আমি কাঁদছি ৬২
আলহামদুলিল্লাহ ৬৪

প্রস্থান কিংবা প্রত্যাখ্যান

তোমার প্রস্থান কিংবা প্রত্যাখ্যান
এ দুয়ের মাঝে আমি সাদৃশ্য খুঁজে পাই,
তবে কি ভালোবাসা এমনি!
প্রস্থান-প্রত্যাখ্যান একে অপরের সমার্থক হয়ে যায়।

তোমার প্রস্থানে–
বিষণ্ন হয়ে যায় সোনালি বিকেলও
হায়েনার মতো হানা দেয় মেঘ
চারিদিকে চলে দামামা,
এ যেন ১০ নাম্বার বিপৎসংকেত।

ভেঙে দিয়ে যায় সমস্ত সময়,
আলতো করে তুলে রাখা স্বপ্ন গুলো,
কাচের আসবাব যেমন লালিত অতি যত্নে
একটু টালমাটালেই সব গুঁড়ো।

তোমার প্রত্যাখ্যান– এ যেন সদ্য টর্নেডো শেষের জনপদ
প্রস্থানেও কেন যেন এমনই হয় অনুভব,
সব কিছু হারা জনপদের হাহাকার সাদৃশ্য
প্রস্থান করো বা প্রত্যাখ্যান– দুয়েই যে তোমার বিয়োগ।

ভেতরের ক্ষয়

বাহ্, এত নিখুঁতভাবে মর্মাহত করলে আমায়,
হৃৎপিণ্ডের ঠিক মাঝ কৌটায়
যেখান থেকে অক্সিজেন ছড়িয়ে সচল রাখে
সমস্ত শরীর, ঠিক ওখানেই পুশ করে দিলে
অভিজ্ঞ ডাক্তারের মতো যন্ত্রণা নামক ইঞ্জেকশন,
কিছু মুহূর্ত পরেই মুছে যাবে উপরের দাগ,
অথচ ভিতরের ক্ষয় বয়ে চলতে হবে বহুকাল।

ঘর, বিনা ঘরে

কিছু বাক্য আছে না বলার
কিছু শব্দ আছে না ফেরার
কিছু আদর আছে অনাদরে
কিছু ঘর আছে বিনা ঘরে।

কিছু রঙিন অতীত হয়ে যায় সাদা কালো
কিছু সময় চক্ষুশূল হয় নিয়ন আলো
মেঘহীন আকাশও কখনো লাগে ধূসর
কিছু চোখের গভীরতায় বিশাল সমুদ্দুর।

কিছু ঝরনাধারা গড়ায় যখন রাত নামে
চিঠির শব্দ গুলোও জমে যায় নীল খামে
কিছু স্পর্শহীন স্পর্শেও শরীর ঘামে
কিছু ভালোবাসাও ফুরায় না জীবনের দামে।

সীমাহীন

শূন্যতারও একটা সীমা আছে, বৃত্তের বাহিরে যায় না
আমাকে যা দিলে তা বৃত্তের গোলকেও যে আটে না!

যদি বলি ঝড়, উঠেছে তুফান, তা আর থামে না
যদি বলি মেঘ, অঝোর শ্রাবণ, তবে বয় বন্যা

যদি বলি ঝলসানো রোদ্দুর, যেন চৈত্র খরা,
এবার কিছুটা ক্ষণ দাও, ভালোবাসা ভরা।

অবহেলায় সুখের ভেলা, ধরব কবে হাল,
দীর্ঘশ্বাসে দীর্ঘশ্বাসে যায় কেটে আয়ুষ্কাল

এমন ঘোরময় আঁধার, নাম কী তার বলো,
এবার না হয় হাতটি ধরো, দেখব কিছু আলো।

একটি বৃষ্টি ভেজা সকাল এবং শিউলি ফুল

ভালোবাসতে শিখছি কেবল, এখন সবে ষোড়শী,
বুকে কেমন যেন ধড়ফড়, মন হয়ে যায় উদাসী।
ঘুমের বেলা ঘুম আসে না, কোথাও যেন কেউ নেই
রাতের নক্ষত্রে পথ হারাই, হারিয়ে ফেলি খেই।

কোন সে মানব ত্রাস করেছে, আমার প্রথম বেলায়
মনের ঘরে মেঘ জমেছে, ভাসছি বৃষ্টি ভেলায়।
বৃষ্টি তোমার ভালো লাগা, হারাও নাকি ছন্দ
এখন আমার বুক পাঁজরে, বৃষ্টির সোঁদা গন্ধ।

ভালোবেসে প্রথম যেদিন, বৃষ্টি ভালো লাগে
জেগে দেখি বৃষ্টি ভীষণ, সূর্য উঠার আগে

আমার আবার শিউলি ফুলে, মনটা ভীষণ আকুল
শিউলি ঝরা আমার উঠান, কুড়িয়ে নিলেম ফুল।

চোখে কাজল খোঁপায় মালা, শিউলি ফুলের ঘ্রাণে
সদ্যোজাত বৃষ্টিভেজা আমার আকুল ক্ষণে,
আসবে কবে পুষছি যাকে, চোখের তারায় তারায়
অপেক্ষাতেই পথের বাঁকে, আর যেন না হারাই।

আসলে প্রিয় বাসবো ভালো, করব না তো ভুল,
ফিরলে প্রিয় দেবো তাকে, আমার একূল-ওকূল
দেবো তাকে যত্নে লালন একাগ্রতার মূল,
একটি বৃষ্টিভেজা সকাল এবং শিউলি ফুল।

কবির হলে না

তুমি আকাশের হলে, মেঘের হলে
বৃষ্টির হলে, বিষাদেরও হলে
রংধনুর হলে
বাতাসের হলে, রোদের হলে
নদীর হলে, বিলের হলে
সমুদ্রের হলে, সমুদ্রজলেরও হলে
চাঁদের হলে, জোছনার হলে
জোনাকির হলে, তারাদেরও হলে
পথের হলে, প্রান্তরের হলে
ফুলের হলে, বাগানেরও হলে
পাখির হলে, প্রজাপতির হলে
কাব্যের পাঠক হলে, কবিও হলে
গল্পের ছলে কবিতারও হলে
কেবল শুধু কবির হলে না।

তুমি এক অনবদ্য কাব্য

তুমি এক অনবদ্য কাব্য, কবিতার শ্বাস,
সমস্ত শরীরের ভাঁজে খরস্রোতা নদী,
তোমার চোখে দেখি সমস্ত নীল আকাশ
ওখানে থমকে গেছে আমার জীবন গতি।

তোমার চাহনিতে কেবল আলোর পৃথিবী
আমার থেমে থাকা জীবন, শূন্যে করে বাস,
নীলাকাশ জুড়ে স্বপ্ন আঁকি, ছায়া, মেঘ, ছবি,
মেঘের চাতকেও দীর্ঘশ্বাস, বৃষ্টি বারো মাস।

তুমি শেষ বেলার গোধূলি, জোস্না উৎপাত,
শুদ্ধতম আঁধারে আমার অপেক্ষমাণ আলো,
অচেনা ক্ষণে বিনয়ের ভাষা খুঁজি সমস্ত রাত
জনে বা বিজনে তোমাকেই শুধু বাসি ভালো।

ঝুঁকি

নক্ষত্রের মতো অগণিত রাত গেল কেটে,
আমাদের দুয়ারে এলো না জোছনা বুঝি,

আমাদের দুয়ারও একই শহরে ভিন্ন গন্তব্যই রয়ে গেল
আজও যে আকাশ তোমার সে আকাশই আমি খুঁজি।

যে জানালার গ্রিল ধরে তুমি চাও দীর্ঘশ্বাসের আকাশে
জোছনা কিংবা নক্ষত্র, রাতের আকাশে বৈদেশিক বিমানের
আঁকিবুঁকি,

সেই গ্রিল আমার গৃহের হলো না, হলো না আমার আঙ্গিনার
আশেপাশে

পৃথিবীর রাঙানো চোখ আমাদের দিকে, নিতে পারিনি আজও
তোমাকে চাওয়ার একচ্ছত্র ঝুঁকি।